দৈনিক ইত্তেফাক

ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাস (বাঁয়ে) ও অধ্যক্ষের অব্যবহৃত বাসভবন (ডানে) -ইত্তেফাক

ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ

অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত

গাজীপুর থেকে মুজিবুর রহমান ॥ জেলার প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি বর্তমানে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ায় কলেজটিতে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

১৯৬৭ সালে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা মোড় থেকে খানিকটা পশ্চিমে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পার্শ্বে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৬ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত কলেজটির উত্তর সীমানায় রয়েছে বৃহৎ একটি দীঘি। প্রতিষ্ঠার এক যুগ পর ১৯৮০ সালে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৯৬ সালে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী চালু করা হয়। বর্তমানে কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীসহ ১০টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ৪টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে প্রায় ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই ছাত্রী।

জেলার সর্ববৃহৎ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটিতে বর্তমানে নানাবিধ সমস্যা বিরাজ করছে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের ও আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষকের স্বল্পতা, ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকদের আবাসিক সুযোগ না থাকা, কলেজ লাইব্রেরীতে বইয়ের অপ্রতুলতা, বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতির অভাবসহ শিক্ষা সহায়ক উপকরণের অভাব, পরিবহন ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি।

কলেজটি প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে যে তিনশেড ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল সেসব জরাজীর্ণ তিনশেড ভবনের কক্ষগুলোই অধিকাংশ শ্রেণীকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে জাতীয়করণের পর কলেজটিতে এ পর্যন্ত ২০০ ফুট দীর্ঘ ১৮ কক্ষবিশিষ্ট একটি তিনতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে শিক্ষক মিলনায়তন, অফিস, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষের অফিস কক্ষ রয়েছে। কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করার পর কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণ কাজ কিছুই করা হয়নি। ফলে কলেজটিতে বর্তমানে শ্রেণী কক্ষের অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী (পাস), স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর জন্য কলেজে ৬৬টি শ্রেণী কক্ষ এবং সম্মান শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৫টি আলাদা সেমিনার কক্ষের প্রয়োজন রয়েছে বলে কলেজ সূত্র জানা গেছে।

এছাড়া কলেজের ৬২ জন শিক্ষকের জন্য সুপরিসর মিলনায়তন, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসহ কোন কক্ষ নেই। শ্রেণী কক্ষের জন্য নির্মিত ভবনেই অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অফিস কক্ষ, শিক্ষক মিলনায়তন, লাইব্রেরী ভবন ও অফিস কক্ষ রয়েছে। ফলে শ্রেণী কক্ষের অভাবে কলেজটিতে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত বেঞ্চ নেই। বেঞ্চে বসার অভাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ঠিকমতো ক্লাস করতে পারে না। কলেজের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে শিক্ষকের স্বল্পতা। বর্তমানে ৬২টি শিক্ষক পদের মধ্যে ৬টি পদ খালি রয়েছে। এছাড়া কলেজে প্রয়োজনের তুলনায় কম কর্মচারী থাকায় মাষ্টার রোলে ১২ জন কর্মচারীকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। কলেজ লাইব্রেরী কক্ষটি তেমন বড় নয় এবং কক্ষটিতে যথেষ্ট পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রীর একত্রে বসে পড়ার সুযোগ না থাকায় ভোগান্তির শেষ নেই। দীর্ঘদিনেও কলেজটিতে শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন আবাসিক ভবন বা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়নি। ফলে কলেজের অধিকাংশ শিক্ষককে ঢাকা বা দূরবর্তী কোন স্থান থেকে এসে ক্লাস নিতে হয়। কলেজে শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব কোন পরিবহন ব্যবস্থা নেই। কলেজে কোন হোস্টেল না থাকায় দূরবর্তী এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাস করতে দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কলেজে কোন অডিটোরিয়াম না থাকায় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসহ শিক্ষা বহির্ভূত কার্যক্রম চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুমে পর্যাপ্ত খেলার সামগ্রী ও অন্যান্য উপকরণের অভাব রয়েছে।। ছাত্রীদের কমনরুমের জায়গা অপরিসর। ফলে ঠাসাঠাসি করে ছাত্রীদের কমনরুমে অবস্থান করতে হয়।

এদিকে কলেজ ক্যাম্পাসের পূর্বপার্শ্বে একযুগের বেশী পূর্বে কলেজ অধ্যক্ষের জন্য প্রায় ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক বাসভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনক সত্য যে, আজ পর্যন্ত কোন অধ্যক্ষই সেই বাসভবন ব্যবহার বা অবস্থান গ্রহণ করেননি। ফলে বছরের পর বছর অধ্যক্ষের জন্য নির্মিত এ বাসভবনটি অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কলেজটির আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে এর চারিপার্শ্বে কোন বাউন্ডারী ওয়াল নেই। শুধু কলেজের সামনের অংশে সম্প্রতি বাউন্ডারী ওয়াল দেয়া হলেও বাকী তিনদিকই খোলা। বাউন্ডারী ওয়াল না থাকার কারণে কলেজের সৌন্দর্যহানিসহ সার্বিক নিরাপত্তা যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি কলেজ অঙ্গনে গরু-ছাগলসহ বিভিন্ন পশুর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর তিনযুগ অতিবাহিত হলেও কলেজটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষুধার জ্বালায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অতীতের তুলনায় কলেজে বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক। তাছাড়া নকল মুক্ত পরিবেশে বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইতিমধ্যে কলেজের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে কলেজ ছাত্র সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় সংসদের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এছাড়া ছাত্র সহায়ক বিভিন্ন কার্যক্রমও বর্তমানে বন্ধাত্ব বিরাজ করছে।

তারিখ ... 25 JUN 2003 পৃষ্ঠা ... ৩